তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯

**বিদ্যমান মূল্য থেকে বিদ্যুতের মূল্য শতকরা ৫ ভাগ সমন্বয়**

**লাইফ লাইন গ্রাহকদের ইউনিট প্রতি বাড়বে ১৯ পয়সা**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ৩৪ক-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, ভর্তুকি সমন্বয়ের লক্ষ্যে জনস্বার্থে বিদ্যুতের খুচরা মূল্য থেকে শতকরা ৫ ভাগ সমন্বয় করেছে। ফলে লাইফ লাইন গ্রাহকদের ইউনিট প্রতি বাড়বে ১৯ পয়সা।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভর্তুকি সমন্বয় করতে বিদ্যুতের মূল্য শতকরা ৫ ভাগ সমন্বয় করা হয়েছে। লাইফ লাইন গ্রাহকদের ইউনিট প্রতি ৩ টাকা ৭৫ পয়সার স্থলে ৩ টাকা ৯৪ পয়সা দিতে হবে অর্থাৎ ইউনিট প্রতি ১৯ পয়সা বাড়বে। লাইফ লাইন গ্রাহক রয়েছে ১ কোটি ৬৫ লাখ। দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতার কারণে আমদানিকৃত তরল গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহার, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকা মানের অবমূল্যায়নের ফলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক গত ২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে পাইকারি পর্যায়ে প্রায় ২০ শতাংশ বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করে। বিতরণ কোম্পানিসমূহ পাইকারি পর্যায়ে প্রায় ২০ শতাংশ মুল্য বৃদ্ধির বিপরীতে তাদের আর্থিক ক্ষতি পূরণের জন্য অন্তত ১৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ খুচরা/ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আবেদন করে। দেশের সার্বিক আর্থিক অবস্থার বিবেচনায়, বিতরণ কোম্পানিসমূহের আবেদনের বিপরীতে ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য ৫ শতাংশ সমন্বয় করা হয়েছে।

গ্রাহক পর্যায় খুচরা মূল্যের ভড়িত গড় (Weighted Average) ৭ দশমিক ১৩ টাকা হতে ৭ দশমিক ৪৯ (= ৭ দশমিক ৪৮৬৫) টাকা হবে। জানুয়ারি মাস ২০২৩ হতেই বিদ্যুতের এই খুচরা মূল্য হার কার্যকর হবে।

#

আসলাম/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮

**রাষ্ট্রপতির কাছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের নিকট আজ বঙ্গভবনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহর  নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল কমিশনের ৪৮তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ পেশ  করেন।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন জানান সাক্ষাৎকালে ইউজিসি চেয়ারম্যান কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

এসময় শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে-watch dog হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বব‍্যাপী তথ‍্যপ্রযুক্তির প্রসার ও ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে শিক্ষার্থীদের গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে চাহিদাভিত্তিক ও যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় অধিকতর মনোযোগী হওয়া জরুরি। গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিতে তিনি ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ‍্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, সরকারি-বেসরকারি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক ও নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে হবে।

এ সময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম এবং সচিব সংযুক্ত মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন।

#

জামান/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/২০৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৭

**খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে জোর দিচ্ছে সরকার**

**--শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সারা বিশ্বের অর্থনীতি আজ টালমাটাল। বিশ্বব্যাপী সারসহ সব ধরনের পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার কারণে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে অতিক্রম করতে হবে। তাই দেশে আগামী দিনের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার জোর দিচ্ছে।

আজ নরসিংদী জেলার শিবপুরে সরকারি শহীদ আসাদ কলেজ প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ‘মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

শহীদ আসাদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ শফিউল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য জহিরুল হক ভূঁইয়া মোহন, নরসিংদী-২ পলাশ আসনের সংসদ সদস্য ডা. আনোয়ারুল আশরাফ খান দিলীপ, সাবেক সংসদ সদস্য সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জি এম তালেব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক পীরজাদা মোহাম্মদ আলী, শিবপুর উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদ খান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা মাহফুজুল হক টিপু ম্যুরালটি নির্মাণে সাড়ে আট লাখ টাকা অর্থায়ন করেন। ২২ ফিট দীর্ঘ ও ১৮ ফিট প্র্রস্থের ম্যুরালটি নির্মাণ করেছেন ভাস্কর ওলি মাহমুদ।

#

মাহমুদুল/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২২/২০২৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬

**পাহাড়িরা জন্মগতভাবে সহজ-সরল ও বিশ্বস্ত**

**--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, পাহাড়িরা জন্মগতভাবে সহজ-সরল ও বিশ্বস্ত। এ পাহাড়ি জনসাধারণকে অসহিষ্ণু করেছিলো তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তিনি সারা দেশের বিভিন্ন অপরাধীদের সেখানে বসত গড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় শান্তি চুক্তির ফলে উত্তাল ও অসহিষ্ণু দিনের অবসান ঘটেছে এবং এ অঞ্চলে পুনরায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে সেখানে শান্তি ও সমৃদ্ধির স্নিগ্ধ সুবাতাস বইছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নন্দনমঞ্চে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত চার দিনব্যাপী (১২-১৫ জানুয়ারি) ‘পার্বত্য মেলা-২০২৩’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার ও বাসন্তী চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুই প্রু চৌধুরী ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুই প্রু চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম।

প্রধান অতিথি বলেন, পার্বত্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে পার্বত্য ও সমতলের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বের বন্ধন রচিত হয়। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টির ফলে এ অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কে এম খালিদ বলেন, বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষার হার সমতলের চেয়ে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জুম চাষের পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ চলছে। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় পাহাড়িরা ভূমিকা রাখছে।

সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চায় বরাবরই অনুরাগী। এই মেলার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য তুলে ধরার পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যসামগ্রী, হস্তশিল্প, কোমরতাঁতে বোনা পণ্য, বিভিন্ন মৌসুমী ফলের প্রচার ও বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য এলাকার মানুষের জীবন-সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইতিহাস-ঐতিহ্য সমতল মানুষের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়া এ মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী পরে মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

#

ফয়সল/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৫

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়া মানবিক বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ‍্যে ছিল। বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং মানবতার আদর্শ বজায় রাখতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যার পর বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতার মধ‍্যে চলে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুরকন‍্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর মধ‍্যে মানবিকতা আছে বলেই সকল ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়া মানবিক বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন ,যে মানবিকতা স্বামী বিবেকানন্দের মধ‍্যে ছিল সে মানবিকতার পথে চললে আমাদের মুক্তি সম্ভব।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০ তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ (বিশিসপ) আয়োজিত ‘বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দ আরো প্রাসঙ্গিক’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বিশিসপ বাংলাদেশ’র সভাপতি অখিল চন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিসপ বাংলাদেশ’র প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণত্মানন্দজী মহারাজ, বিশিসপ বাংলাদেশ’র কেন্দ্রীয় গভর্নিং বডির সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্য অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. নীরু বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. ফাদার তপন কামিলুস ডি রোজারিও, সারদা সংঘ ঢাকার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতি মীরা সাহা ও (বিশিসপ) বাংলাদেশ’র সাধারণ সম্পাদক করুণা কিশার চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দ বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এবং বার্ষিক প্রকাশনা ‘জ্ঞানদীপ’ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পরে ‘বিবেকানন্দ সংগীতাঞ্জলি’ পরিবেশিত হয়।

#  
  
জাহাঙ্গীর/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২২/২০০৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৪

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সরকারি কর্মচারীদের দেশপ্রেমের সাথে কাজ করতে হবে -- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে সরকার গৃহীত সকল আধুনিক কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, সরকারি পরিকল্পনা মতো মডেল এপিএ বাস্তবায়নের ফলে সরকারের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম সহজতর হবে। সরকারের নীতির সাথে কাজের সমন্বয় নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিমাপ করা সহজ হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বাস্তব অবস্থা নিয়মিত জানা যাবে।

মন্ত্রী আজ পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে মন্ত্রণালয় প্রণীত মডেল বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) চূড়ান্তকরণ উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ইনস্টিটিউট অভ্ পাবলিক ফাইন্যান্স আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী   
মোঃ মনিরুজ্জামান ও সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, ইনস্টিটিউট অভ্ পাবলিক ফাইন্যান্স এর মহাপরিচালক তহমিনা বেগম, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ শহিদুল ইসলাম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আব্দুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী প্রমুখ।

মন্ত্রী বলেন, উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি দপ্তরগুলোর কাজে গতিশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে মডেল এপিএ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগকে বেছে নেয়া হয়েছে, যা সত্যিই সময়োপযোগী উদ্যোগ। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রণীত যুগোপযোগী মডেল এপিএ বাস্তবায়ন দেশের পরিবেশের মান ও বনজ সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হবে।

#

দীপংকর/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২২/২০৩৩ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৩

**কক্সবাজারে ৫০০ বেডের হাসপাতাল করা হবে**

**---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘কক্সবাজারে দেশ বিদেশ থেকে প্রতি বছরই লাখ লাখ পর্যটক আসেন। এর সাথে কক্সবাজারে ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাস করছে। এখানে প্রায় ২৮ লাখ স্থানীয় বাসিন্দা আছেন। প্রতিদিনই এখানকার সরকারি হাসপাতালের ধারণক্ষমতার বাইরে গিয়ে অনেক রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। কক্সবাজারে বর্তমানে আড়াইশ বেডের জেলা সদর সরকারি হাসপাতাল থাকলেও সেখানে ছয় থেকে সাতশ রোগী প্রতিদিনই চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে। এত রোগীর চাপে হাসপাতালের ফ্লোরেও রোগীরা চিকিৎসা নিচ্ছেন। এজন্য এই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা জরুরি। তাই, কক্সবাজারের হাসপাতালকে অচিরেই আড়াইশ বেড থেকে বাড়িয়ে পাঁচশ বেডের হাসপাতাল করা হবে। এর পাশাপাশি এই হাসপাতালে ডায়ালাইসিস সেবা দেয়ারও ব্যবস্থা করা হবে।’

আজ কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনএইচসিআর-এর যৌথ উদ্যোগে কক্সবাজার জেলা সদর ২৫০ বেড হাসপাতালে নবনির্মিত ‘ডা. আব্দুর নূর বুলবুল ভবন’ এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

কক্সবাজারের আড়াইশ বেড হাসপাতালের তিন তলা বিল্ডিংয়ে এখানকার প্রায় ২৮ লাখ স্থানীয় বাসিন্দাসহ অন্যদেরও সেবা দেয়া হচ্ছে। কক্সবাজারে নতুন করে পরিত্যক্ত জায়গা পাওয়া অনেক কঠিন। তাই এই তিন তলা বিশিষ্ট হাসপাতালটিকে ১০ তলা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত করতে পারলে এখানকার পর্যটকসহ স্থানীয় ২৮ লাখ মানুষের সেবার মান বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুষ্ঠানে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে বিদেশি সাহায্য না পাওয়া গেলে সরকারিভাবেই এই উন্নয়ন কাজটি করা হবে বলেও জানান তিনি।

মিয়ানমার থেকে কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের নানা রকম সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, তাদের কারণে এদেশের মূল্যবান বন সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আরো বেড়ে গেলে তা দেশের জন্য স্বস্তির হবে না বলেও জানান মন্ত্রী। তিনি রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে হবেই বলে সভায় উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, কক্সবাজার জেলা সদর ২৫০ বেড সরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও কক্সবাজারের উখিয়া, রামু অঞ্চলের সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমলের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, ইউএনএইচসিআর কক্সবাজারের হেড অভ্ অপারেশন ইউকো আকাসাকা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাজমুল হাসান, কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী, কক্সবাজার জেলা সদর ২৫০ বেড সরকারি হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মোমিনুর রহমান, কক্সবাজারের সিভিল সার্জন ডা. মাহাবুবুর রহমানসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

মাইদুল/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৯৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪২

সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদমুক্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়তে সংস্কৃতি চর্চা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে --**আবুল হাসানাত** **আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বর্তমান সরকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদমুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি চর্চা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। এতে করে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুখী, সুন্দর ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের কাজ সহজতর হবে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে স্থানীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে গৌরনদী পৌরসভার মেয়র মোঃ হারিছুর রহমানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন সত্তা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন বাংলাদেশের জন্য এক বড় অর্জন। এ পুরস্কার বিশ্বময় বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং ও ইমেজ বিল্ডিং-এ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সংস্কৃতি কর্মীদের সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি দেশজ সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণে কাজ করতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বরিশালের প্রতিটি উপজেলায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোখাতে রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল যাতে তৃণমূলের মানুষ উপভোগ করতে পারে, সে লক্ষ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের সততা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান।

#

আহসান/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২২/১৮০৩ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১

ব্রয়লার মুরগির মাংস নিয়ে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

**ব্রয়লার মুরগির মাংস নিরাপদ এবং এতে জনস্বাস্থ্যের জন্য কোনো ঝুঁকি নেই**

**---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

            ব্রয়লার মুরগির মাংস একটি নিরাপদ খাদ্য এবং ব্রয়লার মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের জন্য কোনো ঝুঁকি নেই। ব্রয়লার মুরগির  মাংস খাওয়া নিরাপদ কিনা, এ বিষয়ক এক গবেষণায় এসব ফলাফল পাওয়া যায়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অধীনে গবেষণাটি গত জানুয়ারি-জুন ২০২২ খ্রিঃ সময়ে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ব্রয়লার মুরগির মাংসে, হাড়ে এবং কম্পোজিটে মূলত দুইটি এন্টিবায়োটিক (অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ও ডক্সিসাইক্লিন) এবং ৩টি হেভি মেটালের (আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম ও লেড) সামান্য উপস্থিতি রয়েছে, যা অস্বাভাবিক নয় এবং তা সর্বোচ্চ সহনশীল সীমার অনেক নিচে। খামার এবং বাজারে প্রাপ্ত ব্রয়লার মাংসের চেয়ে সুপারশপের ব্রয়লার মাংসে এন্টিবায়োটিক এবং হেভি মেটাল এর পরিমাণ কম রয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আজ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে গবেষণার ফলাফল নিয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব নাহিদ রশীদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোঃ বখতিয়ার, প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া এবং গবেষণা টিমের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

            ব্রিফিংয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ব্রয়লার মুরগির মাংস খাওয়া নিরাপদ কিনা, এ নিয়ে আমাদের অনেকের মধ্যেই ভ্রান্ত ধারণা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক প্রচারণায় দেখা যায় যে, ব্রয়লার মুরগির মাংসে এন্টিবায়োটিক, হেভি মেটাল এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি রয়েছে, যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের ফলে সাধারণ জনগণের মাঝে অনেক সময় ব্রয়লার মুরগির মাংস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ব্রয়লার মাংস খাওয়া কমিয়ে দেন, ফলে ব্রয়লার শিল্পের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এই পরিস্থিতিতে, ব্রয়লার মুরগির মাংসে, হাড়ে, কম্পোজিটে (কলিজা, কিডনি এবং গিজার্ডের সমন্বয়) এবং মুরগির খাদ্যে কি পরিমাণ এন্টিবায়োটিক ও ভারি ধাতু আছে তা নির্ণয় করতে গবেষণাটি করা হয়।

          গবেষণায় ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং বরিশালের ব্রয়লার খামার এবং বাজার হতে ব্রয়লারের মাংস, হাড় ও কম্পোজিট এবং ব্রয়লার খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি ঢাকা জেলার তিনটি সুপার শপ হতে ব্রয়লার মুরগির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত প্রায় ১২০০টি ব্রয়লার মুরগি এবং ৩০টি ব্রয়লার মুরগির খাদ্য হতে ৩১৫টি নমুনা প্রস্তুত করে এ সকল নমুনায় বহুল ব্যবহৃত ১০টি এন্টিবায়োটিক এবং ৩টি ভারিধাতুর অবশিষ্টাংশের পরিমাণ পরীক্ষা করা হয়।

            দশটি এন্টিবায়োটিকের মধ্যে ৭টি এন্টিবায়োটিক (এনরোফ্লক্সাসিন, সিপরোফ্লক্সাসিন, নিওমাইসিন, টাইলোসিন, কলিস্টিন, এমোক্সাসিলিন এবং সালফাডায়াজিন) পরীক্ষণের জন্য নমুনাসমূহ SGS Laboratory, Chennai, India-তে প্রেরণ করা হয়। বাকি ৩টি এন্টিবায়োটিক (ক্লোরামফেনিকল, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এবং ডক্সিসাইক্লিন) এবং ৩টি ভারি ধাতু (আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম ও লেড) পরীক্ষণের জন্য নমুনাসমূহ সাভারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ISO certified and accredited কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করা হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিস্তারিত তুলে ধরেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি জানান, ব্রয়লার মাংসে গড়ে ৮.০ পিপিবি (পার্টস পার বিলিয়ন) অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ৯.১ পিপিবি ডক্সিসাইক্লিন, ৬.২ পিপিবি আর্সেনিক, ১৯০.৭ পিপিবি ক্রোমিয়াম এবং ২৫৯.১ পিপিবি লেড রয়েছে, যা সর্বোচ্চ সহনশীল/অবশিষ্ট সীমার চেয়ে যথাক্রমে ১২.৫ গুণ, ১০.৯ গুণ, ৬.৫ গুণ, ৫.২ গুণ এবং ২৩.১ গুণ নীচে রয়েছে।

 ব্রয়লার মুরগির হাড়ের নমুনা পরীক্ষণের ফলাফলে দেখা যায়, গড়ে ৫৩.৭ পিপিবি অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ২৭.০ পিপিবি ডক্সিসাইক্লিন, ৭.২ পিপিবি আর্সেনিক, ৪৩৯.৯ পিপিবি ক্রোমিয়াম এবং ৪৬৪.৬ পিপিবি লেড রয়েছে, যা সর্বোচ্চ অবশিষ্ট সীমার চেয়ে যথাক্রমে ১.৮ গুণ, ৩.৭ গুণ, ৫.৫ গুণ, ২.২৭ গুণ এবং ১২.৯ গুণ নীচে রয়েছে। এছাড়া ব্রয়লার মুরগির কম্পোজিটে গড়ে ১৪.৫ পিপিবি অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ১৭.২ পিপিবি ডক্সিসাইক্লিন, ১০.৯ পিপিবি আর্সেনিক, ২৩৯.২ পিপিবি ক্রোমিয়াম এবং ৩০৭.৬ পিপিবি লেড রয়েছে, যা সর্বোচ্চ অবশিষ্ট সীমার চেয়ে যথাক্রমে ৬.৮ গুণ, ৫.৮ গুণ, ৩.৬ গুণ, ৪.১৮ গুণ এবং ১৯.৫ গুণ নীচে রয়েছে।

            বাজার এবং খামার হতে সংগৃহীত ব্রয়লার মুরগির খাদ্যে গড়ে ০.৮ পিপিবি অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ১৯.২ পিপিবি ডক্সিসাইক্লিন, ৪.১৯ পিপিবি টাইলোসিন, ৭.৬ পিপিবি আর্সেনিক, ২১৫৩.৩ পিপিবি ক্রোমিয়াম এবং ৪৭৮.৬ পিপিবি লেড রয়েছে, যা আর্সেনিক এর ক্ষেত্রে ১৮৪.২ গুণ, ক্রোমিয়াম এর ক্ষেত্রে ৯.২ গুণ এবং লেড এর ক্ষেত্রে ২০.৮ গুণ সর্বোচ্চ অবশিষ্ট সীমার চেয়ে নীচে রয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, উৎস নির্বিশেষে ব্রয়লারের মাংসে দুইটি এন্টিবায়োটিক (অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ও ডক্সিসাইক্লিন) এবং ৩টি হেভি মেটালের সামান্য উপস্থিতি রয়েছে, যা অস্বাভাবিক নয় এবং তা সর্বোচ্চ সহনশীল সীমার অনেক নিচে। ফলে ব্রয়লার মুরগির মাংস একটি নিরাপদ খাদ্য এবং ব্রয়লার মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের জন্য কোনো ঝুঁকি নেই। তিনি আরো বলেন, মুরগির খাবারে ট্যানারির বর্জ্য ব্যবহার করা হয়, এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা, দেশে বর্তমানে হাঁস/মুরগির খাবারের চাহিদার পরিমাণ ৯৫ লাখ টন, গবাদিপশুর ১৪৫ লাখ টন, অথচ মোট ট্যানারির বর্জ্য হয় মাত্র ৮৫ হাজার টন।

মন্ত্রী বলেন, ব্রয়লার মুরগির মাংস বাংলাদেশে সবচেয়ে সস্তা ও সহজলভ্য আমিষের উৎস। কিন্তু আমাদের দেশে মাথাপিছু মুরগির মাংস খাওয়ার পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। এর কারণ হলো ফার্মের মুরগির মাংস সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের নেতিবাচক ধারণা ও খাওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে নাই বলে মানুষ মনে করে, ফার্মের মুরগির মাংসের স্বাদ কম। অনেক উচ্চবিত্তরা মনে করে, এটা গরিবের মাংস। অথচ উন্নত বিশ্বের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ সবচেয়ে বেশি আমিষ গ্রহণ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত উন্নত জাতের মুরগির মাংস থেকে।

            কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে ব্রয়লার মুরগি খুবই সম্ভাবনাময় একটি খাত। চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারলে দেশে যে পরিমাণ খামার ও অবকাঠামো রয়েছে, তার পুরোপুরি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। সেজন্য, মানুষের কাছে মুরগির মাংস জনপ্রিয় করতে হবে। এটি করতে পারলে একদিকে আমিষের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন সহজতর হবে। অন্যদিকে, ব্রয়লার মুরগির বাজার দ্রুত বিকশিত হবে, মুরগির মাংস প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করা সম্ভব হবে।

#

কামরুল/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪০

**বিএনপির হাঁকডাকই সার, জনগণ তো দূরের কথা কর্মীরাও সাথে নেই**

**---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিএনপির ১১ জানুয়ারির গণ-অবস্থান কর্মসূচিকে হাঁকডাক সর্বস্ব বলে মন্তব্য করেছেন।

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী বলেন, ‘গতকাল বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলো ঢাকা শহরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে এবং এটিকে সামনে রেখে তারা গত কয়েকদিন ধরে অনেক হাঁকডাক দিয়েছে। আপনারা জানেন যে, হাঁস ডিম পাড়ার আগে কিন্তু অনেক হাঁকডাক দেয় এবং শেষে একটা ডিম পাড়ে। বিএনপিও ঠিক সে রকম গতকালের কর্মসূচি নিয়ে অনেক হাঁকডাক দিয়েছে এবং শেষে দেখা গেলো ৫২ দলের সব নেতাকর্মী মিলে কয়েকশ’ মানুষ, আর বিএনপির সমাবেশে কয়েক হাজার মানুষ। খালি কলসি যে বেশি বাজে বলে, বিএনপির হাঁকডাকটাও ছিল ঠিক সে রকম।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি নেতারা যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, তার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। বাস্তবতা হচ্ছে তাদের কালকের সমাবেশ দেখে এটিই প্রতীয়মান হয়- জনগণ তো দূরের কথা, বিএনপির কর্মীরাও সবাই সেখানে অংশগ্রহণ করেনি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা মানুষ এনেছে, তারপরও নয়াপল্টনের সামনের সমাবেশে আশানুরূপ মানুষ হয়নি।’

আগামী ১৬ জানুয়ারি বিএনপির দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির বিষয়ে ড. হাছান বলেন, ‘আমরা যেমন ১১ তারিখ ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সতর্ক পাহারায় ছিলাম, ১৬ তারিখেও থাকবো। তাঁরা যদি কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরির অপচেষ্টা চালায় জনগণকে সাথে নিয়ে সেটি প্রতিহত করা হবে। দেশে কাউকে শান্তি, স্থিতি, শৃঙ্খলা এবং জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে দেওয়া হবে না।’

বিএনপির দুই শীর্ষ নেতার জামিনে মুক্তি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান বলেন, ‘মির্জা ফখরুল এবং মির্জা আব্বাস সাহেব মুক্তি পেয়েছেন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এতেই প্রমাণিত হয় দেশে আইন আদালত সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিএনপি বারবার আইন আদালত নিয়ে যে প্রশ্ন তোলে সেটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাদের জামিনের মাধ্যমে সেটি প্রমাণিত হয়েছে।’

‘তবে জেল থেকে বের হওয়ার পর মির্জা আব্বাস, মির্জা ফখরুলসহ নেতারা একটু গণতন্ত্রের পথে হাঁটার মতো করে বক্তব্য দিতে চেষ্টা করছে বলে আমি মনে করছি’ উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘মির্জা আব্বাস বলেছেন- ‘‘আমরা কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে চাই না, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে বিদায় দিতে চাই।’’ আমরা তো বলি আপনারা নির্বাচনে আসুন, নিজেদের জনপ্রিয়তা যাচাই করুন। জনগণ যদি চায় তাহলে আমরা দেশ পরিচালনা করবো। জনগণ যাদেরকে চায়, তারা দেশ পরিচালনা করবে। এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার রীতিনীতি, গণতন্ত্রের রীতিনীতি। তারা গণতন্ত্রের পথেই হাঁটবেন সেটিই আশা করি। তাদের দু’জনেরই সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। সরকার করোনার চতুর্থ ডোজ দিচ্ছে, প্রয়োজনে তারা সেটিও নিতে পারেন।’

#

আকরাম/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৯

**‍‍‍পৌষমেলা বাঙালির সর্বজনীন উৎসব**

**----সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, পৌষমেলা ধনী, গরিব, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির একটি অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন উৎসব। এর মাধ্যমে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সেতুবন্ধ রচিত হয়। পৌষমেলার উৎপত্তি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে হলেও শত শত বছর ধরে আমাদের গ্রামবাংলায় এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে রাজধানীর ওয়াইজঘাট সংলগ্ন বুলবুল ললিতকলা একাডেমি মাঠে পৌষমেলা উদযাপন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী (১২-১৪ জানুয়ারি, ২০২৩) 'পৌষমেলা-১৪২৯' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

পৌষমেলা উদযাপন পরিষদ ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছের সভাপতিত্বে উৎসব উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম।

প্রধান অতিথি বলেন, আমি ভালো পুলি পিঠা তৈরি করতে পারি। বিশেষ করে মায়ের বকুনি থেকে বাঁচতে মায়ের পিঠা তৈরিতে বহুবার সাহায্য করেছি। তাছাড়া আমি ঢেঁকি ভানতেও জানি। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এখন আগের সেই ঢেঁকি নাই। মেশিনে ধান মাড়াই, চাল ও চালের গুঁড়া তৈরি হয়। তিনি বলেন, আমাদের নাগরিক যান্ত্রিক জীবনে শীতের রুক্ষ-শুষ্ক-মলিনতার মধ্যে পৌষমেলা যেন এক শুদ্ধ উষ্ণ আবেশ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি ঝুনা চৌধুরী ও বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা) এর সভাপতি হাসানুর রহমান বাচ্চু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পৌষমেলা উদযাপন পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদক ড. বিশ্বজিৎ রায়।

#

ফয়সল/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৭৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৭৪৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৯ হাজার ১৩৯ জন।

#

কবীর/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৭২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭

**মন্ত্রীর আশ্বাসে রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস এসোসিয়েশনের কর্মবিরতি প্রত্যাহার**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

গতকাল আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এবং আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ সারওয়ার হোসেন এর সঙ্গে এসোসিয়েশেনের নেতৃবৃন্দের ফলপ্রসূ আলোচনার প্রেক্ষিতে তারা কর্মরিবতি প্রত্যাহার করে। আজ থেকে সারা দেশের জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছে।

নিজ অফিসে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার মোঃ ইউসুফ আলীর ওপর হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস এসোসিয়েশন কর্মবিরতির কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল।

#

 রেজাউল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৫৩০ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৬

**বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৩ জানুয়ারি ‘বিশ্ব ইজতেমা’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। বিগত বছরের ন্যায় এবারও দুই ধাপে ১৩-১৫ জানুয়ারি এবং ২০-২২ জানুয়ারি বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ইসলামের উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার এবং খেদমতে বহু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাবলীগ জামাতের জন্য কাকরাইল মসজিদে জমি দান করেন এবং টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ দেন। তিনি কম খরচে হজ পালনের জন্য হিজবুল বাহার জাহাজ ক্রয় করেন এবং বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে হজযাত্রী প্রেরণ করেন। জাতির পিতা মুসলিম বিশ্বসহ আরব দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর কূটনৈতিক দূরদর্শিতায় বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি’র সদস্যপদ লাভ করে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে বাংলাদেশে ইসলামের উন্নতিকল্পে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সকল জেলা এবং উপজেলায় মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক কালচারাল সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে মসজিদের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় লক্ষ লক্ষ শিশুকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

১৯৬৭ সাল থেকে প্রতি বছর রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে মুসলমানদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ ইসলামের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ইজতেমা বিশ্বের নানা প্রান্তের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র, যা ইসলামী সমাজ, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মহানুভবতার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। আবহমানকাল ধরে আমাদের লালিত অসাম্প্রদায়িক চেতনা, অকৃত্রিম সরলতা ও অতিথিপরায়ণতা এবং সহিষ্ণুতার আলোকবার্তা ইজতেমায় আগত বিদেশি মেহমানদের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে যাবে- এ আমার প্রত্যাশা।

আমি আশা করি, এ মহান ধর্মীয় সমাবেশ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ ও বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষ ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে।

আমি বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে মহান আল্লাহর দরবারে দেশবাসী ও মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আলী/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৫

**বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১২ জানুয়ারি ‘বিশ্ব ইজতেমা’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষ্যে ইজতেমায় আগত বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসল্লিদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। ইসলামের সুমহান আদর্শ ও আকীদাকে অনুসরণের পাশাপাশি এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিশ্ব ইজতেমায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মুসল্লিদের অংশগ্রহণ এক মহতী উদ্যোগ। আমি আশা করি, ইজতেমা ইসলামের সুমহান আদর্শ জানা, বুঝা ও আমলের পথ সুগম করবে। মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞ আলেমদের বয়ান ও আলোচনা হতে মুসল্লিগণ ইসলামের বিধি-নিষেধ ও করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পাবেন এবং ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন ও অনুসরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। বিশ্ব ইজতেমা ইসলামী উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ়করণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ প্রতি বছর সফলভাবে বিশ্ব ইজতেমা আয়োজন করে বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। এজন্য আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে জানাই লাখো শোকরিয়া। বিশ্ব ইজতেমা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুক- এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/ পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আলী/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ